আল কুরআন
সহজ ভাবানুবাদ

শাঈখ হাসান মাহফুজ

পরিচালক ও প্রধান উস্তাজ
সার্কেল অব কুরআন



সার্কেল অব কুরআন
www.circleofquran.com

মূল্যায়ন পর্ষদ (১০ জন)

♦ ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সূরা (০১) আল ফাতিহা থেকে সূরা (০৩) আলে ইমরান

♦ ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে হোসাইন
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সূরা (০৪) আন নিসা থেকে সূরা (০৫) আল মায়েদা

♦ ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
সূরা (০৬) আল আনয়াম থেকে সূরা (০৮) আল আনফাল

♦ ড. এ এন এম মাসউদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সূরা (০৯) আত তাওবা থেকে সূরা (১২) ইউসুফ

♦ ড. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
অধ্যাপক, আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
সূরা (১৩) আর রাদ থেকে সূরা (১৮) আল কাহাফ

মূল্যায়ন পর্ষদ (১০ জন)

◆ **মাওলানা মুহাম্মদ জহীরুল ইসলাম**

উপাধ্যক্ষ, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা

সূরা (১৯) মারইয়াম থেকে সূরা (২৪) আন নূর

◆ **মাওলানা মুহাম্মদ রফিউদ্দিন**

আরবি প্রভাষক, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, নরসিংদী

সূরা (২৫) আল ফুরকান থেকে সূরা (৩২) আস সাজদা

◆ **মাওলানা আবদুল গাফ্ফার আল মাক্কী**

প্রধান মুহাদ্দিস, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা

সূরা (৩৩) আল আহযাব থেকে সূরা (৪২) আশ শুরা

◆ **মাওলানা এনামুল করীম**

উস্তাজ, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা

সূরা (৪৩) আল যুখরুফ থেকে সূরা (৫৭) আল হাদিদ

◆ **মুফতি জুবায়ের হুসাইন**

খতিব, ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রীয় মসজিদ

সূরা (৫৮) আল মুজাদিলা থেকে (১১৪) সূরা আন নাস

৩০তম পারা (আমপারা) ❖ ٣٠ - اَلْجُزْء

সূরা ৭৮ আন নাবা

নাযিল: মক্কার শুরুর দিকে	রুকু: ০২	আয়াত: ৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝٢

১. আচ্ছা! ওরা নিজেদের মধ্যে কী নিয়ে কানাঘুষা করছে? **২.** কিয়ামতের মহাসংবাদ নিয়ে?

الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥

৩. ওরা এ নিয়ে নানা ধরনের কথা বলছে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। **৪.** কখনো নয়, সময় এলেই ওরা জানতে পারবে। **৫.** হ্যাঁ, আবারো বলছি, ওরা সেদিন আসল সত্যটা জানতে পারবে।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝٧

৬. ভেবে দেখো, আমি কি জমিনকে সমতল করে বিছিয়ে দেইনি? **৭.** পাহাড়গুলোকে পেরেকের মতো বসিয়ে ভারসাম্য স্থাপক বানাইনি?

وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨ وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩ وَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠ وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١ وَّ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢ وَّ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝١٣ وَّ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١٤ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًا ۝١٥ وَّ جَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٦

৮. দেখো! আমি তোমাদেরকে নারী ও পুরুষ–জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। **৯.** তোমাদের ঘুমকে বিশ্রামের বাহক বানিয়েছি। **১০.** রাতকে অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। **১১.** দিনকে জীবিকা উপার্জনের জন্য আলোকিত করেছি। **১২.** তোমাদের মাথার উপর সাতটি মজবুত আকাশ নির্মাণ করেছি। **১৩.** সূর্যকে এক উত্তপ্ত-উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়ে রেখেছি। **১৪.** আর মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টি। **১৫.** যা দ্বারা উৎপন্ন হয় শাক-সবজি ও গাছ-গাছালি। **১৬.** এবং সৃষ্টি হয় ঘন পত্র-পুষ্প শোভিত বাগান।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝١٧ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۝١٨

১৭. সন্দেহ নেই, মহাবিচারের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে আছে। **১৮.** এখন শুধু শিঙ্গায় ফুৎকারের অপেক্ষা। সেদিন দলে দলে তোমরা হাজির হয়ে যাবে।

وَ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝١٩ وَّ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝٢٠

১৯. পুরো আকাশকে খুলে দেয়া হবে। ফলে দৃশ্যত তা দিগন্ত জোড়া দরজার পর দরজায় পরিণত হবে। **২০.** বিশাল বিশাল পাহাড়-পর্বতগুলো মরীচিকার ন্যায় উধাও হয়ে যাবে।

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾

২১. আসলে জাহান্নাম ওদের জন্য ওঁৎ পেতে আছে। **২২.** দেখামাত্র এসব সীমালঙ্ঘনকারীদের নিজের পেটে পুরে নেবে। **২৩.** আহ! যুগ যুগ ধরে ওরা সেখানে পড়ে থাকবে। **২৪.** ওরা সেখানে না কোনো ঠাণ্ডা আবহাওয়া পাবে, আর না তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটু পানি। **২৫.** ওরা কেবল পুঁজ ও ফুটন্ত আঠালো পানিই পাবে। **২৬.** হ্যাঁ! এটাই হবে ওদের পাপের উপযুক্ত প্রতিফল।

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

২৭. ওরা আশা করেনি যে, একদিন না একদিন আমার কাছে হিসাব দিতেই হবে। **২৮.** তাই ওরা একরোখাভাবে আমার সত্যবাণীকে প্রত্যাখ্যান করে চলেছিলো। **২৯.** অথচ ওদের প্রতিটি কাজকর্মই আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংরক্ষণ করেছি। **৩০.** কাজেই যে পাপ তোমরা কামিয়েছো, আজ তার মজা বোঝো। এখানে তোমাদের আযাব ছাড়া আর কিছুই বাড়ানো হবে না।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾

রুকু:২ **৩১.** অন্যদিকে মুত্তাকী বান্দারা সেদিন সাফল্যের চূড়ায় থাকবে।

حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

৩২. সেখানে তাদের জন্য থাকবে আঙুর ও ফুলে-ফলে শোভিত বাগান। **৩৩.** থাকবে সমবয়স্কা সমুজ্জ্বল সাথিরা। **৩৪.** এবং উচ্ছ্বসিত সুখের পানপাত্র। **৩৫.** সেখানে তাদের সাথে কেউ আজে-বাজে বা মিথ্যা কথা বলবে না। **৩৬.** তোমার রবের পক্ষ থেকে এটাই হবে তাদের জন্য যথোচিত দান ও পূর্ণমাত্রার পুরস্কার।

رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

৩৭. দয়াময় আল্লাহ। তিনিই মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সব কিছুর রব। সেদিন তাঁর সামনে কারও কথা বলার শক্তি থাকবে না ।

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

৩৮. সেদিন জিবরিলসহ সকল ফেরেশতা সারিবদ্ধ হয়ে নিরবে দাঁড়িয়ে থাকবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সেই কেবল কথা বলবে এবং যথার্থ সত্য বলবে।

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾

৩৯. কিয়ামত অবশ্যই আসবে। এটাই চূড়ান্ত সত্য। সুতরাং এখন যার ইচ্ছা আপন রবের দিকে ফেরার পথ ধরুক।

إِنَّآ أَنذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۖ يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًۢا ﴿٤٠﴾

৪০. হে মানুষ, আমি তোমাদের সতর্ক করছি। শাস্তি খুব কাছেই এসে গেছে। সেদিন প্রত্যেকেই তার বিগত দিনের সকল কৃতকর্ম চোখের সামনে দেখতে পাবে। আহ! সেদিন কাফেরেরা আর্তনাদ করে বলতে থাকবে, হায়! হায়! আমি যদি স্রেফ ধূলামাটি হতাম।

সূরা ৭৯ আন নাযিয়াত

নাযিল: মক্কার শুরুর দিকে	রুকু: ০২	আয়াত: ৪৬

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَٱلسَّٰبِحَٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾ فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبْقًا ﴿٤﴾ فَٱلْمُدَبِّرَٰتِ أَمْرًا ﴿٥﴾

১. কসম ফেরেশতাদের, তারা খুব নির্মমভাবে সত্যত্যাগীদের জান কবজ করে। **২.** তবে সত্যপন্থীদের জান আস্তে আস্তে বের করে নেয়। **৩.** তারা এ মহাবিশ্বে তীব্র গতিতে সাতরে চলছে। **৪.** তারা নিজ দায়িত্ব পালনে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। **৫.** আর এভাবেই তারা আল্লাহর হুকুমগুলো বাস্তবায়ন করে।

يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿٧﴾

৬. হ্যাঁ! এসবের মতো কিয়ামতও সত্য। সেদিন প্রথম শিঙ্গা ধ্বনিতেই সবকিছু ভেঙ্গে খান-খান হয়ে যাবে। **৭.** তারপর আসবে শিঙ্গার দ্বিতীয় বজ্রনিনাদ।

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَٰرُهَا خَٰشِعَةٌ ﴿٩﴾

৮. সেদিন অনেক হৃদয় ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকবে। **৯.** ভয়ে তাদের দৃষ্টি ভীত বিহ্বল-অবনত হয়ে রবে।

يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِى ٱلْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا۟ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾

১০. ওরা বলে! সত্যিই কি আমাদেরকে আগের অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হবে? **১১.** পঁচে-গলে সব হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাবার পরও? **১২.** ওরা বলতে থাকে, তাই যদি হয়, তবে তো সে পুনর্জীবন হবে বড়ই সর্বনাশের!

فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾

১৩. অথচ এটা করতে শুধু একটা বিকট আওয়াজই যথেষ্ট। **১৪.** মুহূর্তের মধ্যেই ওরা সবাই হাশরের ময়দানে জমা হয়ে যাবে।

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ﴿١٥﴾

১৫. হে নবী, তুমি কি মুসার সেই কাহিনী জানো?

সূরা ৮৫ আল বুরুজ

নাযিল: মক্কার মাঝামাঝিতে	রুকু: ০১	আয়াত: ২২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١ وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢ وَ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ ۝٣

১. কসম গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের। **২.** ভাবো, প্রতিশ্রুত মহাবিচারের দিনে তোমার অবস্থা নিয়ে। **৩.** ভাবো, একজন সবকিছু দেখছেন, সবকিছু পরিদৃষ্ট হচ্ছে।

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤

৪. চেয়ে দেখো, ঈমানদারদের পুড়িয়ে মারার জন্য যারা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করেছিল, ওরাও ধ্বংস হয়ে গেছে।

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٦ وَّ هُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧

৫. জ্বালানিপূর্ণ অগ্নিকুণ্ডে যখন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিলো, **৬.** তখন ওরা তার আশেপাশে আরাম করে বসেছিলো, **৭.** এবং একেক করে সব ঈমানদারদের পুড়িয়ে মারার দৃশ্য উপভোগ করছিলো।

وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝٩

৮. ওরা সেদিন ঈমানদারদের শুধু এ কারণেই মেরেছিলো যে, তারা মহাপরাক্রমশালী ও সপ্রশংসিত এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। **৯.** যে আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় ক্ষমতার একক মালিক। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই দেখেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠

১০. অতএব যারা ঈমানদার নর-নারীর উপর জুলুম-নিপীড়ন চালিয়েছে, ওরা যদি তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে না আসে, তবে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে জাহান্নামের ভয়ানক আযাব, মাংসভেদী দহনযন্ত্রণা।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝١١

১১. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মের পথে চলেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্নাধারা ছুটে চলবে। আর এটাই হবে আসল সাফল্য।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝١٢

১২. নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন।

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾

১৩. জেনে রেখো, যে আল্লাহ মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, সে আল্লাহই তাকে পুনর্জীবিত করবেন।

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

১৪. বস্তুত আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, প্রেমময়। **১৫.** তিনি মহান আরশের মালিক, মহামহিম এক সত্তা। **১৬.** আল্লাহ যা চান, তা করেই ছাড়েন।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾

১৭. হে নবী, তুমি কি সেসব বাহিনীর ধ্বংস-কাহিনী জানো? **১৮.** ঐ যে! ফেরাউন বা সমুদ জাতির? **১৯.** হায়! এসব জানার পরেও কাফেরেরা মিথ্যাচারে পড়ে থাকছে। **২০.** অথচ আল্লাহ চারদিক দিয়ে ওদের ঘিরে রেখেছেন।

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

২১. ওরা যতোই মিথ্যাচার করুক, এ কুরআন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নই থাকবে। **২২.** যা ঊর্ধ্ব-জগতে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত হয়ে আছে।

সূরা ৮৬ আত্ তারিক

নাযিল: মক্কার মাঝামাঝিতে	রুকু: ০১	আয়াত: ১৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾

১. কসম আকাশের! কসম রাতের! **২.** তুমি কি ধারণা করতে পারো যে, রাতে কী আবির্ভূত হয়? **৩.** হ্যাঁ! অসংখ্য নক্ষত্র, যা অন্ধকারকে মিটিয়ে দেয়।

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾

৪. আসলে প্রত্যেক মানুষের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾

৫. অতএব হে মানুষ, একবার নিজের সৃষ্টি উপাদানটাই ভালো করে খেয়াল করো। **৬.** দেখো! তোমাকে সামান্য সবেগে নির্গত এক ফোটা পানি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। **৭.** যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পাঁজরের ভিতর থেকে।

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

৮. নিঃসন্দেহে যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তিনি পুনরায়ও সৃষ্টি করতে সক্ষম।

وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾

৮. আমি তোমার জন্য চলার পথকে ক্রমান্বয়ে আরো সহজ করে দিবো। **৯.** অতএব হে নবী, তুমি লোকদের উপদেশ দিতে থাকো। আশা করা যায়, উপদেশ অনেকের কাজে আসবে। **১০.** যার ভিতরে আল্লাহর ভয় রয়েছে, সে তোমার উপদেশ থেকে শিক্ষা নেবে।

وَ يَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾

১১. আর যে এ উপদেশ দেখেও পাশ কাটিয়ে যাবে, সে সত্যিই হতভাগা। **১২.** ওর কপালে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড লেখা রয়েছে। **১৩.** সেখানে না সে মরবে, আর না বাঁচবে।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾

১৪. নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। **১৫.** যে সবসময় আপন রবের নাম জপতে থাকে এবং নামাজ আদায় করে।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿١٧﴾ اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى ﴿١٩﴾

১৬. কিন্তু হে মানুষ, এতসব কিছু জানার পরেও তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছো। **১৭.** অথচ তোমাদের জন্য পরকালই উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী। **১৮.** শুধু কুরআনেই নয়, পূর্ববর্তী সব আসমানি কিতাবেও একথা বলা হয়েছিলো। **১৯.** এমনকি ইবরাহিম ও মুসার সহিফাতেও।

সূরা ৮৮ আল গাশিয়া

নাযিল: মক্কার শুরুর দিকে	রুকু: ০১	আয়াত: ২৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾

১. হে নবী! তোমার কাছে কি কিয়ামতের আচ্ছন্নকারী বিপদের খবর আছে?

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ﴿٧﴾

২. সেদিন অনেকের চেহারা হবে অবনমিত, ভীত-সন্ত্রস্ত। **৩.** ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, দুর্দশাগ্রস্থ। **৪.** সেদিন জ্বলন্ত গনগনে আগুনে ওদের ঝলসানো হবে। **৫.** পান করতে দেয়া হবে টগবগে ফুটন্ত ঝর্নার গরম পানি। **৬.** খাবার হিসাবে দেয়া হবে কেবল কাঁটাযুক্ত শুকনো ঘাস। **৭.** যা ওদেরকে মোটাতাজা করবে না, এমনকি ক্ষুধাও মেটাবে না।